

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মুসক।-মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ ও ১২৭(খ) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, উৎসে মূল্য সংযোজন কর (মুসক) আদায় বা কর্তনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা উৎসে মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৭ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আইন” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);
- (খ) “উৎসে কর্তনকারী সত্তা” অর্থ কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোনো সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোনো মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;
- (গ) “পণ” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ;
- (ঘ) “বিধিমালা” অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬;
- (ঙ) “বোর্ড” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৭৩) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড।

৩। যে সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।— (১) উৎসে কর্তনকারী সত্তা ব্যতীত সকল নিবন্ধিত সরবরাহকারী কর্তৃক টেন্ডার, চুক্তি বা কার্যাদেশের অধীন ১০ (দশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে অব্যাহতি প্রাপ্ত বা শূন্যহার বিশিষ্ট নহে এইরূপ পণ্য বা সেবা সরবরাহ করিলে উৎসে কর্তনকারী সত্তা উক্ত সরবরাহকারীর নিকট পরিশোধযোগ্য পণ হইতে নিম্নরূপে মুসক উৎসে কর্তন করিবে, যথা:-

- (ক) সরবরাহকারী ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে মুসক আরোপিত রহিয়াছে এমন কোনো পণ্য বা সেবা ফরম মুসক-৬.৩ কর চালানপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ

করিলে উৎসে কর্তনকারী সত্তা পরিশোধযোগ্য পণ হইতে ১৫ (পনের) শতাংশ মুসকের এক তৃতীয়াংশ উৎসে কর্তন করিবে;

(খ) সরবরাহকারী হাসকৃতহারে মুসক বা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন পণ্য বা সেবা ফরম মুসক-৬.৩ কর চালানপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ করিলে উৎসে কর্তনকারী সত্তা পরিশোধযোগ্য পণ হইতে সমুদয় মুসক বা সুনির্দিষ্ট কর উৎসে কর্তন করিবে।

(২) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাহির হইতে বাংলাদেশে কোনো সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান (যাহারা বিল পরিশোধের সাথে সম্পৃক্ত থাকিবে, এমন প্রতিষ্ঠান) প্রযোজ্য হারে সমুদয় মুসক উৎসে কর্তন করিবে।

(৩) উৎসে মুসক কর্তনযোগ্য কোনো সেবা ক্রয়ের বিপরীতে যদি ক্রেতার ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র বা অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রেতার পক্ষে মূল্য পরিশোধ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক ক্রেতার পক্ষে প্রযোজ্য সমুদয় মুসক উৎসে কর্তন এবং সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিবে।

(৪) সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নকালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে। তাছাড়া, প্রদত্ত লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন, পারমিটে উল্লিখিত শর্তের আওতায় রাজস্ব বন্টন (Revenue sharing), রয়্যালটি, কমিশন, চার্জ, ফি বা অন্যকোনভাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে।

(৫) “স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী” সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫ (পনেরো) শতাংশ হারে সমুদয় মুসক কর্তন করিবে।

৪। **যেই সব ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।**- জ্বালানী তেল, গ্যাস, পানি (ওয়াসা), বিদ্যুৎ, টেলিফোন, মোবাইল ফোন পরিসেবার বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে মুসক কর্তন করিতে হইবে না।

৫। **উৎসে মুসক কর্তনকারীর করণীয়।**- (১) সরবরাহকারী সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তন সনদপত্র (ফরম মুসক-৬.৩) জারি না করিলে, উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা সরবরাহকারীর নিকট হইতে কোন সরবরাহ গ্রহণ করিবে না এবং সরবরাহকারীকে উক্ত সরবরাহের বিপরীতে কোন মূল্য পরিশোধ করিবে না;

(২) উৎসে মুসক কর্তনকারী সত্তা বা সরবরাহগ্রহীতা পণ পরিশোধের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে উৎসে কর্তিত মুসক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে **ফরম মুসক-৬.৬** এ তিন প্রস্থে উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিয়া মূলকপি (ট্রেজারি চালানের মূলকপিসহ) সংশ্লিষ্ট মুসক সার্কেলে ও একটি অনুলিপি সরবরাহকারীকে প্রদান এবং একটি অনুলিপি উৎসে কর্তনকারী সত্তা ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিবেন;

(৩) উৎসে কর্তনকারী উৎসে কর্তিত মূসক দাখিলপত্রে (ফরম মূসক-৯.১) এ বৃদ্ধিকারী সমন্বয় করিতে পারিবেন এবং সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে **ফরম মূসক-৬.৬** এ উপ-বিধি (২) অনুসরণ করিয়া উৎসে কর কর্তন সনদপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(৪) উৎসে কর্তিত মূসক জমা প্রদানের জন্য ট্রেজারি চালানে অর্থনৈতিক কোড “১/১১৩৩/সংশ্লিষ্ট কমিশনারেটের কোড/০৩১১” লিখিতে হইবে। কমিশনারেটের কোডসমূহ হলো: ঢাকা (পূর্ব) ০০৩০, ঢাকা (পশ্চিম) ০০৩৫, ঢাকা (উত্তর) ০০১৫, ঢাকা (দক্ষিণ) ০০১০, চট্টগ্রাম ০০২৫, কুমিল্লা ০০৪০, সিলেট ০০১৮, রাজশাহী ০০২০, রংপুর ০০৪৫, যশোর ০০০৫, এবং খুলনা ০০০১। এলটিইউ (মূসক) কমিশনারেটের অর্থনৈতিক কোড ১/১১৩৩/০০০৬/০৩১১। ট্রেজারি চালানোর প্রথম কলামে “যার মারফত প্রদত্ত হলো তার নাম ও ঠিকানা” এর নিম্নে উৎসে কর্তনকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে), সার্কেল এবং কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে। ট্রেজারি চালানোর দ্বিতীয় কলামে “যে ব্যক্তির/ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে টাকা প্রদত্ত হলো তার নাম, পদবি ও ঠিকানা” এর নিম্নে পণ্য বা সেবা সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা, মূসক নিবন্ধন নম্বর, সার্কেল ও কমিশনারেটের নাম লিখিতে হইবে।

(৫) উৎসে কর্তনকারী সত্তাসমূহের মধ্যে যে সকল সত্তার লেনদেন বা তৎসংক্রান্ত বিল হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়, তাহাদের উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন ও তাহা কোষাগারে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(৬) উৎসে কর্তনকারী সত্তা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট দাখিলকৃত বিলে, যাহার অনুকূলে বিল অনুমোদন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং উল্লিখিত বিল পরিশোধের জন্য অনুমোদিত হইলে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা উহা হইতে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর কর্তন করিয়া বুক ট্রান্সফার বা অন্যবিধ স্বীকৃত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিল পরিশোধের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উৎসে কর্তনকারী সত্তাকে অবহিত করিবেন ও মূসক কম্পিউটার সিস্টেমে তথ্য প্রেরণ করিবেন।

৬। সরবরাহকারীর করণীয়।- (১) সরবরাহকারীকে পণ্য বা সেবা সরবরাহকালে **ফরম মূসক-৬.৩** এ করচালানপত্র ইস্যু করিতে হইবে।

(২) দাখিলপত্র **ফরম মূসক-৯.১** এর “অংশ-৩: সরবরাহ প্রদান-প্রদেয় কর” এ মূল্য এবং মূসকের পরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট হইতে **ফরম মূসক-৬.৬** এ উৎসে কর্তন সনদপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে দাখিলপত্রে উৎসে কর্তিত মূসকের সমপরিমাণ বা সুনির্দিষ্ট কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) যেই করমেয়াদে কোন সরবরাহের উপর প্রদেয় কর পরিশোধ করা হয়, সেই করমেয়াদে বা সেই করমেয়াদের পরবর্তী ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পর সমন্বয় দাবি তামাদি হইবে।

৭। সুদ, দত্ত ইত্যাদি।- (১) উৎসে কর কর্তন এবং সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য উৎসে কর কর্তনকারী স্বত্তা এবং সরবরাহকারী যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী থাকিবে। উৎসে

কর্তনের দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসক কর্তন করা না হইলে উক্ত অর্থ ষাণ্মাসিক ২% সুদসহ তাহার নিকট হইতে এমনভাবে আদায়যোগ্য হইবে, যেন তিনি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী। উৎসে কর্তন করিবার পর সরকারি কোষাগারে যথাসময়ে জমা প্রদান করা না হইলে আইনের ধারা ৮৫ এর উপ-ধারা (১ক) মোতাবেক উৎসে কর্তনকারী ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট মুসক কমিশনার অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) ব্যক্তিগত জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। উৎসে মুসক কর্তন ও জমাদানে ব্যর্থতার জন্য পণ্য/সেবা সরবরাহকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ে সমানভাবে দায়ী হইবেন।

৮। বিবিধা-

- (ক) যেকোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করিলে আমদানি পর্যায়ে আগাম কর পরিশোধ করিবেন এবং দাখিলপত্র প্রদানকালে **ফরম মুসক ৯.১** এর **অংশ-৬: ত্রাসকারী সমন্বয় (মূল্য সংযোজন কর)** এ প্রদর্শন করে সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবে।
- (খ) কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা/বিক্রয়কেন্দ্র তাহাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের মাধ্যমে উৎসে কর্তিত মুসক জমা প্রদান করিবে।
- (গ) “যোগানদার” অর্থ কোটেশন বা দরপত্র বা অন্যবিধভাবে কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তর, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত কোনো সংস্থা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, পরিষদ বা অনুরূপ কোন সংস্থা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানি বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কোন মাধ্যমিক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোনো লিমিটেড কোম্পানি এবং ১ (এক) কোটি টাকার অধিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান এর নিকট পণের বিনিময়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা। সুতরাং, উৎপাদক, সেবাপ্রদানকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যক্তি যাহারা অন্য কোনো আমদানিকারক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী বা সেবাপ্রদানকারীর নিকট হইতে প্রথম তফসিল দ্বারা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহে এমন কোনো পণ্য বা সেবা ক্রয় বা সংগ্রহ করিয়া উৎসে কর্তনকারী সত্তার নিকট সরবরাহ করে, কেবলমাত্র তাহারাই যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য, যেইসকল সেবার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রহিয়াছে সেই সকল সেবা যোগানদার হিসাবে গণ্য হইবে না।
- (গ) একটি সরবরাহের মধ্যে একাধিক উপাদান থাকিলে উৎসে মুসক কর্তন নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে টেন্ডার, কোটেশন বা বিলে সরবরাহের উপাদানসমূহ ও প্রতিটি উপাদানের বিপরীতে মূল্য আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং প্রতিটি উপাদানের উপর প্রযোজ্য হারে সমুদয় মুসক উৎসে কর্তন করিতে হইবে।
- (ঘ) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ কার্যকর হইবার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ কিন্তু মূল্য পরিশোধিত হয় নাই এমন সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিশোধকালীন সময়ে প্রযোজ্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার)
প্রথম সচিব (মুসক নীতি)